বাংলাদেশের সংস্কৃতি
Culture of Bangladesh

ইউনিট ২

সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারার প্রতিফলন। আমাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, রুচি, ব্যবহার্য বস্তুগত উপাদানসমূহ ইত্যাদিই সংস্কৃতি। সমাজের মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে বেড়ে উঠি। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে কৃষ্টি, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদিকে বোঝানো হলেও সমাজবিজ্ঞানে এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ জীবন ধারাকে বোঝায়। সংস্কৃতির কারণেই মানুষের ব্যক্তি জীবন এবং সমাজজীবন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্রতা পায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি সংস্কৃতিরই রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতা এবং এর সাথে খাপ খাওয়ানোর ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ও উপকরণের কারণে সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিজস্ব হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও এর বাইরে নয়। এ সংস্কৃতির রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য যা এটিকে অন্য সংস্কৃতি থেকে পৃথক করেছে। তবে নানা জাতির আগমনে এদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সংস্কৃতির এ সকল উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভাষা, চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদি। আবার বাংলাদেশের সংস্কৃতি যুগে যুগে বহির্বিশ্বের নানাবিধ সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছে। বিশেষ করে পর্যায়ক্রমে বিদেশী শক্তির আগামন, আগ্রাসন, ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ এবং নানা সাংস্কৃতিক উপাদান একীভূতকরণের ফলে আমাদের সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে আগত জনগোষ্ঠীর (আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয়, আফগান, পাঠান, মারাঠী, পার্সিয়ান, মুঘল, সালতানাৎ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ইত্যাদি) কারণে এ অঞ্চলের বাঙালিরা যেমন সংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে তেমনি এদের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, ভাষা, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবও ফেলেছে।

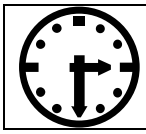	**ইউনিট সমাপ্তির সময়**	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ২.১: সংস্কৃতির সংজ্ঞা
পাঠ- ২.২: সংস্কৃতির উপাদানসমূহ
পাঠ- ২.৩: বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ২.৪: বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

পাঠ-২.১ সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধরন

Definition and Types of Culture

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংস্কৃতির সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- সংস্কৃতির ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির পার্থক্য নিরুপণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সংস্কৃতি, জীবনপ্রণালী, বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। প্রত্যেক সমাজের আলাদা ও নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। সাধারণ কথায়, সংস্কৃতি হলো এমন জীবন ধারা যা মানুষ তার জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে নানা প্রয়োজনে নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ সংযোজনের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করে। বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করতে শিখে থাকে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা: ইংরেজি Culture শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'সংস্কৃতি' যা ল্যাটিন শব্দ 'Cultura' থেকে এসেছে, যাকে এক কথায় কর্ষণ বা চাষ করা বোঝায়। অর্থাৎ মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক এবং দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য চর্চার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুর নির্যাসই হলো সংস্কৃতি। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি টাইলর তাঁর '*Primitive Culture*' গ্রন্থে বলেছেন, "সংস্কৃতি হলো সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবন প্রণালী।" তাঁর মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি এবং অন্য যেকোনো দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমষ্টি (Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.)

সংস্কৃতির সংজ্ঞায় Jones বলেন, "Culture is the sum total of man's creation." অর্থাৎ মানুষ তার চলার পথে জীবিকা নির্বাহের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করে তা-ই সংস্কৃতি।

ম্যালিনোস্কি তাঁর '*A Scientific Theory of Culture*' গ্রন্থে বলেন, "সংস্কৃতি হলো মানুষের আপন কর্মের সৃষ্টি যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে"(Culture is the handiwork of man and the medium through which he achieves his ends.) ।

সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার সংস্কৃতিকে একটি অধি-জৈবিক পরিবেশের সাথে তুলনা করেছেন, এই জৈবিক পরিবেশ বৃক্ষরাজি এবং পশুপাখি দ্বারা গঠিত এবং এটি জৈবিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ভিন্ন। (Culture is the super organic environment as distinguished from the organic, or physical, the worlds of plants and animals).

Samuel Koenig তাঁর *Sociology* গ্রন্থে বলেন: "Culture may be defined as the sum-total of man's efforts to adjust himself to his environment and to improve his modes of livings." অর্থাৎ মানুষ তার চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় এবং তার জীবনমান বৃদ্ধিতে যত কাজ করে তার সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের সমাগ্রিক কার্যাবলি যা সে তার জীবন ধারণের জন্য করে থাকে তাকে সংস্কৃতি বলে। মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, নীতিবোধ ইত্যাদির সমষ্টিই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির ধরন: সমাজে সাধারণত দুই ধরনের সংস্কৃতি বিদ্যামান। যথা- বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি।

বস্তুগত সংস্কৃতি: সকল বস্তুগত জিনিসপত্র যা মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য ব্যবহার করে তাকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলে। এসব বস্তুগত জিনিসের মধ্যে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পোষাক, বাসন বা তৈজসপত্র, হাতিয়ার অন্যতম,

আর এগুলোই বস্তুগত সংস্কৃতি। সামাজিক পরিবর্তনের রেশ ধরে সভ্যতার উন্নয়নের ফলে সংস্কৃতির এসব উপাদানের মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। যেমন- মানুষের ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আগে মানুষ লাঙল, কাস্তে, মাটির হাঁড়ি, ঘরবাড়ি, লুঙ্গি, শাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করতো কিন্তু বর্তমানে কলের লাঙল, ধানকাটার মেশিন, স্টিলের হাড়ি পাতিল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

অবস্তুগত সংস্কৃতি: যেসব বিষয়ের বস্তুগুণ নেই অথচ আমাদের সংস্কৃতির অংশ তাকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে। যেমন- চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, নীতিবোধ ইত্যাদি। এক কথায় ভাবগত সংস্কৃতিকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে। এছাড়াও মানুষের ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আইন, আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রথা, শিল্পকলা, অভ্যাস, বিশ্বাস, সামর্থ্য ইত্যাদি উপাদানও অবস্তুগত সংস্কৃতির অংশ।

বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য

বস্তুগত সংস্কৃতি	অবস্তুগত সংস্কৃতি
১। বস্তুগত সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।	১। অবস্তুগত সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।
২। উদাহরণ-ঘর-বাড়ি, আসবাব-পত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি ইত্যাদি।	২। উদাহরণ-শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত, প্রযুক্তি, ভাষা ইত্যাদি।
৩। বস্তুগত সংস্কৃতিকে দেখা যায় এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো যায়।	৩। অবস্তুগত সংস্কৃতিকে দেখা যায় না এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো যায় না।
৪। বস্তুগত সংস্কৃতি বৈষয়িক।	৪। অবস্তুগত সংস্কৃতি ভাবগত।
৫। বস্তুগত সংস্কৃতি বাহ্যিক দিকের পরিবর্তন ঘটায়।	৫। অবস্তুগত সংস্কৃতি মানসিক পরিবর্তন ঘটায়।
৬। বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তনশীল।	৬। অবস্তুগত সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত ধীর পরিবর্তনশীল।
৭। বস্তুগত সংস্কৃতি সঞ্চালন প্রক্রিয়া অবস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় বেশি সচল।	৭। অবস্তুগত সংস্কৃতি সঞ্চালন প্রক্রিয়া বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় কম সচল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির পার্থক্য নিরুপণ করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture যার উৎপত্তিগত অর্থ চাষ করা বা কর্ষণ করা। মানুষ তার জীবন চলার পথে বা জীবন মান বৃদ্ধির জন্য তার চার পাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যে সমস্ত কার্যাবলি করে থাকে তাকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কুতি দুই প্রকার। যথা-বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি। সকল বস্তুগত জিনিসপত্র যা মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য ব্যবহার করে তাকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলে। যেসব বিষয়ের বস্তুগুণ নেই অথচ আমাদের সংস্কৃতির অংশ তাকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে-
(ক) Civilization (খ) Culture (গ) Music (ঘ) Fashion

২। Primitive Culture গ্রন্থটি কার লেখা?
(ক) রংগলাল সেন এর (খ) আবুল বারকাত এর
(গ) ই.বি টাইলর এর (ঘ) এডওয়ার্ড সাঈদ এর

পাঠ-২.২ সংস্কৃতির উপাদানসমূহ
Elements of Culture

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংস্কৃতির উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রতীক, ভাষা, আচরণবিধি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-আচরণ।

কোনো একক বিষয় সংস্কৃতির উপাদান নয় বরং অনেকগুলো বিষয় বা উপাদান নিয়ে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এসব সাংস্কৃতিক উপাদান আমাদের সমাজেরই অংশ। নিম্নে সংস্কৃতির কয়েকটি উপাদান আলোচনা করা হলো:

(১) **প্রতীক বা সংকেতসমূহ** (Symbols)**:** প্রত্যেক সংস্কৃতিই কিছু প্রতীক বা সংকেত দ্বারা সন্নিবেশিত যা ইশারা, অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়াকে নির্দেশ করে থাকে। আদিম কাল থেকেই এগুলো সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে পরিচিত।

(২) **ভাষা** (Language)**:** ভাষাই সম্ভবত প্রতীকসমূহের পূর্ণাঙ্গ সারণি যা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভাষা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

(৩) **আচরণবিধি** (Norms)**:** সংস্কৃতির পৃথকীকরণ সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয় আচরণবিধি বা আদর্শ আচরণ। দুই ধরনের আচরণবিধি সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে পরিচিত। যথা- (ক) আনুষ্ঠানিক আচরণবিধি এবং (খ) অনানুষ্ঠানিক আচরণবিধি।

(৪) **আচার-অনুষ্ঠান** (Rituals)**:** ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মাত্রা, অনুষ্ঠান পালনের পদ্ধতি, বিশেষ অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও এগুলো সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৫) **পরিবর্তিত আচরণবিধি ও বিশ্বাস** (Changing Norms and Beliefs)**:** সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের আচার-আচরণ এবং বিশ্বাসের ধরনেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। এসব পরিবর্তিত আচার আচরণএবং বিশ্বাস সংস্কৃতির উপাদান।

(৬) **মূল্যবোধ** (Values)**:** মূল্যবোধ সংস্কৃতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা মানুষকে ভাল ও মন্দের পার্থক্য শেখায়।

(৭) **নৈতিকতা** (Ethics)**:** নৈতিকতা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম। কর্মঠ, নিরলস পরিশ্রমী, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক সংস্কৃতিরই অংশ।

(৮) **হস্তশিল্প** (Artifacts)**:** হস্তনির্মিত জিনিসপত্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। কোনো সামজের কৃষ্টি, শিল্পকলা ইত্যাদি হস্তশিল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠে যা সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে পরিচিত।

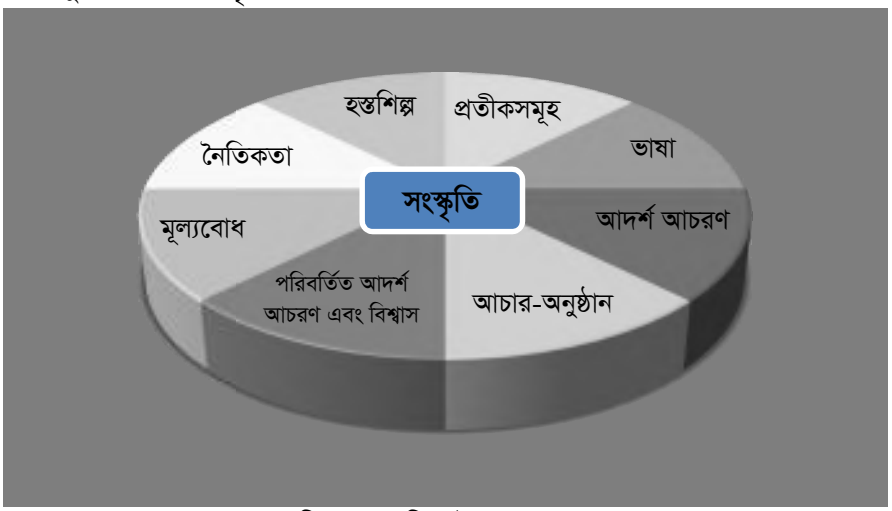

চিত্র: সংস্কৃতির উপাদানসমূহ

নৃবিজ্ঞানী ক্লার্ক উইজলার সংস্কৃতির কতকগুলো উপাদানের কথা বলেছেন। যথা:

(১) **ভাষা:** প্রত্যেক সমাজেই ভাবের আদান-প্রদান হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষা একটি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি দান করে। ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানসমূহের মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

(২) **বস্তুগত বৈশিষ্ট্য:** মানুষের বাসস্থান, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৩) **শিল্পকলা:** শিল্পকলার মাধ্যমে একটি সমাজের হাজার বছরের ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ঐহিত্যগত উপাদান, কারুকার্যমণ্ডিত জিনিসপত্র, লোকগান, নৃত্য ইত্যাদি যা শিল্পকলার অংশ তা সংস্কৃতির উপাদান।

(৪) **পৌরাণিক কাহিনী ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান:** কোনো জাতিগোষ্ঠীর পৌরাণিক কাহিনী, যুদ্ধের বিজয়গাথা, মহাপুরুষের আগমন, দার্শনিক সত্য, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয় সংস্কৃতির উপাদান।

(৫) **ধর্মীয় আচার-আচরণ:** ধর্মীয় আচার-আচরণ সামাজিক আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। তাই কোনো সংস্কৃতির অনেক উপাদানই সে সংস্কৃতির ধর্মীয় রীতিনীতির মাধ্যমে প্রবেশ করে থাকে। আমাদের দেশে অনেক ধর্মীয় আচার-আচরণ সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

(৬) **পরিবার এবং সামাজিক ব্যবস্থা:** সাধারণত পরিবার এবং সামাজিক অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আচার আচরণসমূহ পালন করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, পরিবার এবং সামাজিক ব্যবস্থা সংস্কৃতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৭) **সম্পত্তি:** সম্পত্তিও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়।

(৮) **সরকার:** সরকার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান।

(৯) **যুদ্ধ:** যুদ্ধবিগ্রহ, যুদ্ধের কলা-কৌশল, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**সংস্কৃতির উপাদানসমূহের নাম লিখুন।**	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বহুবিধ উপাদান দ্বারা সংস্কৃতি গঠিত। যেমন- ভাষা, প্রতীক. আচার আচরণ, নৈতিকতা, শিল্পকলা, পৌরাণিক কাহিনী, মূল্যবোধ, পরিবর্তিত আচার ও বিশ্বাস ইত্যাদি। এসব উপাদান সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণতা দান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান-

(i) আকাশ (ii) আচার-অনুষ্ঠান

(iii) নৃত্য-কলা (iv) নৈতিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii

(গ) ii, iii ও iv (ঘ) কোনটিই নয়।

২। ক্লার্ক উইজলার একজন –

(ক) রাজনীতিবিদ (খ) অর্থনীতিবিদ

(গ) সমাজবিজ্ঞানী (ঘ) নৃবিজ্ঞানী

পাঠ-২.৩ বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Culture of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সংস্কৃতি, সংস্কৃতির ব্যবধান, পরিবর্তনশীলতা, সংকর সংস্কৃতি, আকাশ সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন।

বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা এই সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতি থেকে আলাদা স্বকীয়তা দান করেছে। নিচে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

(১) **প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত:** বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তর হয়। হঠাৎ কোনো দৈব ঘটনার মাধ্যমে এ সংস্কৃতি চালু হয়নি।

(২) **লালিত ঐতিহ্য:** বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে টিকে আছে। আদিম মূল আকড়ে ধরে এ সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

(৩) **পরিবর্তনশীলতা:** পরিবর্তনশীলতা যেকোনো সংস্কৃতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যে কোনো সংস্কৃতিই পরিবর্তনশীল। সময়ের ব্যবধান একং চাহিদার প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির আচার-রেওয়াজ পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল।

(৪) **মূল সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন:** বাংলাদেশ যে মৌলিক সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবর্তন নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল বিষয় হলো বাঙালি সংস্কৃতি।

(৫) **সংকর সংস্কৃতি:** বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি সংকর সংস্কৃতি। প্রাচীন কাল থেকে এই ভূখন্ডে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক, মঙ্গল, আফগান, শিখ, পর্তুগীজ, ফরাসি ইংরেজসহ নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আগমন ঘটেছে। এসব জাতির আগমনের ফলে এদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে। তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি একটি সংকর সংস্কৃতি।

(৬) **সাংস্কৃতিক ঐহিত্য:** বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে এক সাংস্কৃতিক ঐহিত্য যা একে অন্য সংস্কৃতি থেকে আলাদা করেছে। আমরা জানি ভাষা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরাই ভাষার জন্য লড়াই করেছে । আর এর ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

(৭) **সাংস্কৃতিক ব্যবধান:** বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক ব্যবধান বিদ্যমান। শিক্ষার প্রসার, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিচরণ, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক ব্যবধান বিদ্যমান।

(৮) **আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব:** বাংলাদেশের সংস্কৃতি আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত।

(৯) **আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব:** আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। নানা ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন- ফেইসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবার, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সম্পর্কের ধরণ আগের তুলনায় পাল্টে গেছে।

(১০) **বিশ্বায়নের প্রভাব:** বিশ্বায়নের প্রভাবে অন্যান্য সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের সংস্কৃতির উপাদানে পরিণত হচ্ছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।**	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংস্কৃতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তর, লালিত ঐতিহ্য, পরিবর্তনশীলতা,মূল সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন, সংকর সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐহিত্য, সাংস্কৃতিক ব্যবধান, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব, বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-

(i) আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব

(ii) পরিবর্তনশীলতা

(iii) সাংস্কৃতিক ব্যবধান

iv) সবগুলো

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii

(গ) ii, iii ও iv (ঘ) iv

২। বাংলাদেশের সংস্কৃতি হচ্ছে–

(ক) নগর সংস্কৃতি (খ) সংকর সংস্কৃতি

(গ) আধুনিক সংস্কৃতি (ঘ) ভারতীয় সংস্কৃতি

পাঠ-২.৪ বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা
Cultural Life of Bangladeshi People

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, মানুষ, সংস্কৃতি, জীবনধারা।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা জানার জন্য আমাদেরকে জীবনধারণ প্রণালী সম্পর্কে জানতে হবে। নিম্নে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(১) ভাষা: বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বাংলা। তবে এই বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ এসে এ ভাষার মৌলিকত্বকে নাড়া দিলেও ভাষাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব এবং বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দ (আরবি, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, তুর্কি, চাইনিজ, জাপানি, বার্মিজ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, গুজরাটি, মারাঠি, ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ইত্যাদি) বাংলা ভাষাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে এবং এদেশের মানুষ এই ভাষার মাধ্যমে তাদের ভাবের আদান প্রদান করে থাকে।

(২) সংকেত বা প্রতীক: সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সংকেত বা প্রতীক। বাংলা ভাষাই বাংলাদেশের মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাল-সবুজের এ পতাকা অর্জিত হয়।

(৩) খাদ্যাভ্যাস: আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রবাদ মাছে ভাতে বাঙালি। মাছে ভাতে বাঙালি বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে। বাংলাদেশেরর মানুষ প্রধানত ভাত, মাছ, ডাল, শাক সবজি, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বেশির ভাগ মানুষ তিন বেলাতেই ভাত খায়। তবে অনেকে ভাতের বদলে রুটিও খেয়ে থাকেন। শহর এলাকাতে মানুষ দিনের বিভিন্ন সময় নাস্তাও করে থাকেন। বর্তমানকালে শহর এলাকায় ফাস্টফুড জাতীয় নাস্তার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে মাংস, রোস্ট, পোলাও, বিরিয়ানি, জর্দা ইত্যাদির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

(৪) পোষাক-পরিচ্ছদ: বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা, পাজামা-পাঞ্জাবি, ফতুয়া পরিধান করে। শহর এলাকায় প্যান্ট, শার্ট, টি-শার্ট, ট্রাউজার, ক্যাপ, ব্লেজার পরিধান করে। মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার কামিজ, বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে। গ্রাম কিংবা শহর সবখানে গামছা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। মেয়েরা পাউডার, নেলপালিশ, টিপ, লিপস্টিক, কাচের চুড়ি, গহনা, ঝুমকা, নাকফুল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। সনাতন ধর্মের বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা পরে।

(৫) বাড়িঘর: মাটির দেয়ালের উপর শন বা খড়ের চালা বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির একটা অংশ। একসময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাটির দেয়ালের উপর টিনের চালার ঘর ব্যবহার করতো। তবে ইদানীং টিনের বেড়া এবং টিনের চাল এবং আধা পাকা ঘরে টিনের চাল, পাকা ভবন দেখা যায়। তবে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে অঞ্চলভেদে টিনের বেড়ার ঘর এবং মাটির দেয়ালের ঘর পরিলক্ষিত হয়। শহর অঞ্চলে মোটামুটি পাকা ঘরের আধিক্য বেশি এবং বাড়ির ভিতরে সোফাসেট, খাট-পালংক, ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে চৌকি, খাট ইত্যাদি বেশি লক্ষ্যণীয়।

(৬) ধর্ম: বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মে অনুসারী। এছাড়াও এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ বসবাস করে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা যেমন-চাকমা, মারমা, হাজং, মণিপুরি, গারো, রাখাইন ইত্যাদি এখানে বসবাস করে এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলাম ধর্মের অনুসারী বাংলাদেশিরা

মসজিদে, হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা মন্দিরে, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা প্যাগোডায় এবং খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা চার্চে যায় তাদের উপাসনা করার জন্য। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে দুই ঈদ, মিলাদ-উন-নবী ইত্যাদি। এছাড়া নামাজ, রোজা, যাকাত তাদের প্রধান ধর্মীয় রীতি। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, কালিপূজা, লক্ষ্মীপূজা, মনসা পূজা, সরস্বতী পূজা এবং বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা ও খ্রিস্টানদের খ্রিস্টমাস, ইস্টার সানডে ইত্যাদি।

(৭) **মৌলিক অর্থনীতি:** বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। গত কয়েক দশকে ডেইরি, পোল্ট্রি এবং মৎস্য চার গ্রামীণ অর্থনীতি নতুন গতি সঞ্চার করেছে। সাম্প্রতিককালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিটেন্স) এবং তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে গ্যাস সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনসহ বনাঞ্চল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

(৮) **বিনোদন:** বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন- অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ-পার্বণ, পহেলা বৈশাখ, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি। যাত্রা, জারিগান, লোকগান, লালনগীতি, মুর্শিদী, ভাটিয়ালি, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি এদেশের মানুষের সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, কানামাছি, গোল্লাছুট-এর পাশাপাশি ফুটবল ও ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। গ্রামাঞ্চলের মেলাগুলোতে সার্কাস, পুতুলনাচ, নাগরদোলা প্রধান আকর্ষণ। বর্ষবরণ এবং বিজয় দিবস দেশের জাতীয় উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

(৯) **শিক্ষা:** বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এছাড়াও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তবে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার একটা প্রচলনও লক্ষ্য করা যায়।

(১০) **ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব:** জমিদারী প্রথা বিলোপের পর থেকে ভূমিভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোর কর্তৃত্ব আগের তুলনায হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে রাজনৈতিক প্রভাব, নগদ অর্থ, শিক্ষা, প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক, প্রযুক্তির উপর মালিকানা প্রভৃতি উপাদানের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে ঘর-বাড়ির ধরন, পোশাক-পরিচ্ছদ, অর্থ-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, খাদ্যাভাস, ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষাব্যবস্থা, খেলাধুলা ইত্যাদি। বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বাংলা। তবে এই বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ এসে এ ভাষাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মে অনুসারী। এছাড়াও এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ বসবাস করে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা যেমন-চাকমা, মারমা, হাজং, মণিপুরী, গারো, রাখাইন ইত্যাদি এখানে বসবাস করে এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতীক কী?

(ক) নৌকা (খ) জাতীয় পতাকা

(গ) সংসদ ভবন (ঘ) শাপলা

২। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে বর্তমানে কোন উপাদান বেশি প্রভাব বিস্তার করছে?

(ক) নগদ অর্থ (খ) শিক্ষা

(গ) রাজনৈতিক কর্তৃত্ব (ঘ) সবগুলো

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। অবস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ হচ্ছে–
(ক) বিশ্বাস-মূল্যবোধ (খ) ধর্ম, আইন
(গ) কোনোটি নয় (ঘ) 'ক' ও 'খ' উভয়

২। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ব্যবধান কেন তৈরি হচ্ছে?
(ক) শিক্ষার প্রসারে (খ) জলবায়ুর পরিবর্তনে
(গ) প্রযুক্তি বিকাশে (ঘ) একক পরিবারের কারণে

খ. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তর, লালিত ঐতিহ্য, পরিবর্তনশীলতা,মূল সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন, সংকর সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐহিত্য, সাংস্কৃতিক ব্যবধান, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব, বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদি।

৩। "সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সমগ্র সৃষ্টি" কে বলেছেন?
(ক) ই.বি টেইলর (খ) জোনস
(গ) অগাস্ট কোঁৎ (ঘ) হার্বার্ট স্পেন্সার

৪। সংস্কৃতির মূল ধরন দু'টি কি কি?
(ক) আদিম-আধুনিক (খ) বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক
(গ) বস্তুগত-অবস্তুগত (ঘ) পাশ্চাত্য-এশীয়

ঘ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রফিক উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখার ছাত্র। তার বন্ধু শাওন মানবিক শাখায় পড়ে। একদিন রফিক শাওনকে বললো, আজ সোনার বাংলা অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আছে। শাওন রফিককে প্রশ্ন করলো, 'বলতো সংস্কৃতি কী'? রফিক আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো, 'গান, কবিতা, নাটক, নৃত্য, কৌতুক অর্থাৎ যাকিছু আমাদের বিনোদন দেয় তাই সংস্কৃতি'। শাওন মুচকি হেসে সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি বলতে কী বুঝায়, এর উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রফিকের সাথে আলোচনা করলো।

১) সংস্কৃতি কাকে বলে? ১
২) সংস্কৃতির ধরনগুলো কি কি, উদাহরণ দিন। ২
৩) উদ্দীপকের আলোকে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। ৩
৪) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে কোন কোন উপাদান ক্রিয়াশীল উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ ঃ ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ ঃ ১। খ ২। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। গ